

সূরা ১০৮ : কাওছার, মাক্কী

১০৮ - سورة الكوثر مَكِّيَّة

(আয়াত ৩, রুকু ১)

(آيَاتُهَا : ٣ ، رُكُوعَاتُهَا : ١)

আবার এটাকে মাদানী সূরাও বলা হয়েছে।

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (গুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
(১) আমি অবশ্যই তোমাকে কাওছার দান করেছি,	١. إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ
(২) সুতরাং তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।	٢. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ
(৩) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদেষ পোষণকারীই তো নিবর্হশ।	٣. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ

আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু
‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিছুক্ষণ তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়েছিলেন। হঠাৎ মাথা তুলে
হাসি মুখে তিনি বললেন অথবা তাঁর হাসির কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি
বললেন : ‘এই মাত্র আমার উপর একটি সূরা অবতীর্ণ হয়েছে।’ তারপর
তিনি বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে সূরা কাওছার পাঠ করলেন।
(মুসলিম ১/৩০০, আবু দাউদ ৫/১১০, নাসাই ৬/৫৩৩) তারপর তিনি
সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করলেন : ‘কাওছার কি তা কি তোমরা জান?’ উত্তরে
তাঁরা বললেন : ‘আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম
ভাল জানেন।’ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন :
‘কাওছার হল একটা জান্নাতী নদী। তাতে বহু কল্যাণ নিহিত রয়েছে।
মহামহিমাম্বিত আল্লাহ আমাদের এটা দান করেছেন। কিয়ামাতের দিন
আমার উম্মাত সেই কাওছারের ধারে সমবেত হবে। আসমানে যত নক্ষত্র
রয়েছে সেই কাওছারের পিয়ালার সংখ্যাও তত পরিমান। আল্লাহর কোন
কোন বান্দাকে কাওছার থেকে সরিয়ে দেয়া হবে তখন আমি বলব : ‘হে
আমার রাব্ব! এ আমার উম্মাত!’ তখন তিনি আমাকে বলবেন : ‘তুমি

জাননা, তোমার (ইন্তেকালের) পর সে কত রকম বিদ'আত আবিষ্কার করেছে!' (মুসলিম ১/৩০০, আহমাদ ৩/১০২)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস, (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আমি জান্নাতে প্রবেশ করলাম এবং একটি নদীর কাছে এলাম যার তীরের তাবুগুলি ছিল মুক্তা খচিত। আমি আমার হাতকে পানির ভিতর প্রবেশ করলাম এবং দেখতে পেলাম যে, উহা মিশক এর সুগন্ধি যুক্ত। আমি জিঙ্গেস করলাম : হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন : ইহা হল আল কাওছার যা আল্লাহ তা'আলা আপনাকে দান করেছেন। (আহমাদ ৩/১০৩) ইমাম বুখারী (রহঃ) এবং ইমাম মুসলিম (রহঃ) আনাস ইব্ন মালিকের (রাঃ) বরাতে তাদের এত্বে ইহা লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের বর্ণনায় রয়েছে, আনাস (রাঃ) বলেন, যখন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জান্নাতে নিয়ে যাওয়া হল তখন তিনি বললেন : আমি একটি নদীর কাছে পৌঁছলাম যার তীরের অট্টালিকাগুলি ছিল মনি-মুক্তা খচিত। আমি জিঙ্গেস করলাম : হে জিবরাঈল! ইহা কি? তিনি উত্তরে বললেন : ইহা আল কাউছার। (বুখারী ৪৯৪৬) ইমাম আহমাদ (রহঃ) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, এক ব্যক্তি বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আল কাউছার কি ? তিনি উত্তরে বললেন : ইহা হল জান্নাতের একটি নদী যা আমার রাক্ব আমাকে দান করেছেন। এর পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি, এর চারপাশে রয়েছে পাখি যাদের ঘাড়সমূহ পিংগল বর্ণের।

উমার (রাঃ) বললেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! নিশ্চয়ই ঐ পাখিগুলি দেখতে খুবই সুন্দর। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : হে উমার! যে ঐ পাখি আহ্বার করবে সে দেখতে তাদের চেয়েও অধিক সুন্দর হবে। (আহমাদ ৩/২২০)

সহীহ বুখারীতে সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কাওছারের মধ্যে ঐ কল্যাণ নিহিত রয়েছে যা আল্লাহ তা'আলা খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। আবু বিশর (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইরকে (রাঃ) বলেন : লোকদের তো ধারণা এই যে, কাওছার হল জান্নাতের একটি নদী। তখন

সান্দ (রহঃ) বললেন : জান্নাতে যে নদীটি রয়েছে সেটা ঐ কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত যা আল্লাহ খাস করে তাঁর নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দান করেছেন। (ফাতহুল বারী ৮/৬০৩)

ইমাম আহমাদ (রহঃ) ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন, রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল কাউছার হল জান্নাতের একটি নদী, যার দুই তীর হল সোনার তৈরী এবং উহা মনি-মুক্তার উপর দিয়ে প্রবাহিত। উহার পানি দুধের চেয়েও সাদা এবং মধুর চেয়েও মিষ্টি। এ হাদীসটি একই ধারা বর্ণনায় তিরমিযী (রহঃ), ইব্ন মাজাহ (রহঃ), ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) এবং ইব্ন জারীর (রহঃ) তাদের গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) একে হাসান সহীহ বলেছেন। (আহমাদ ২/৬৭, তিরমিযী ৯/২৯৪, ইব্ন মাজাহ ২/১৪৫০, তাবারী ২৪/৬৫০)

আল্লাহ তা‘আলা বলেন : **إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ** হে নাবী! নিশ্চয়ই আমি তোমাকে কাওছার দান করেছি। অতএব তুমি স্বীয় রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্রোহ পোষণকারীরাই তো নির্বংশ। অর্থাৎ হে নাবী! তুমি নাফল সালাত ও কুরবানীর মাধ্যমে লা-শারীক আল্লাহর ইবাদাত কর। যেমন অন্য জায়গায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন :

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ

তুমি বলে দাও : আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর আত্মসমর্পকারীদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৬২-১৬৩)

কুরবানী দ্বারা এখানে উট বা অন্য পশু কুরবানীর কথা বলা হয়েছে। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ‘আতা (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং হাসান বাসরী (রহঃ) বলেছেন যে, আযাতের মর্মার্থে কুরবানীকে বুঝানো হয়েছে। (তাবারী ২৪/৬৫৩) কাতাদাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারাজী (রহঃ), যাহহাক (রহঃ), রাবী ইব্ন আনাস (রহঃ),

‘আতা আল খুরাসানী (রহঃ), আল হাকাম (রহঃ), ইসমাঈল ইব্ন আবী খালিদ (রহঃ) এবং সালাফগণের আরও অনেকে একই কথা বলেছেন। (তাবারী ২৪/৬৫৪) ইহা হল মূর্তিপূজক কাফিরদের আচরণের বিপরীত পন্থা, যারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে সাজদাহ করে এবং তাঁর নামের পরিবর্তে অন্যের নামে কুরবানী করে। যেমন আল্লাহ সুবহানাহ্ ওয়া তা‘আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكِّرْ أَسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ

আর যে জন্তু যবাহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা হয়না তা তোমরা আহার করনা। কেননা এটা গর্হিত বস্তু। (সূরা আন‘আম, ৬ : ১২১) এটাও বলা হয়েছে যে, اُنْحَرُ এর অর্থ হল সালাতের সময়ে ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে বুকে বাঁধা। এটা আলী (রাঃ) হতে গায়ের সহীহ সনদের সাথে বর্ণিত হয়েছে। শা‘বী (রহঃ) এ শব্দের তাফসীর এটাই করেছেন। اُنْحَرُ এর অর্থ কুরবানীর পশু যবাহ করা এ উক্তিটিই হল সঠিক উক্তি।

এ জন্যই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাত শেষ করার পরপরই নিজের কুরবানীর পশু যবাহ করতেন এবং বলতেন : ‘যে আমাদের সালাতের মত সালাত আদায় করেছে এবং আমাদের কুরবানীর মত কুরবানী করেছে সে শারীয়াত সম্মতভাবে কুরবানী করেছে আর যে ব্যক্তি (ঈদের) সালাতের পূর্বেই কুরবানী করেছে তার কুরবানী আদায় হয়নি।’ এ কথা শুনে আবু বারদাহ ইব্ন দীনার (রাঃ) দাঁড়িয়ে বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম। আজকের দিনে গোশতের চাহিদা বেশী হবে ভেবেই কি আপনি সালাতের পূর্বেই কুরবানী করে ফেলেছেন?’ উত্তরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন : ‘তা হলে তো খাওয়ার গোশতই হয়ে গেল অর্থাৎ কুরবানী হলনা।’ সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন : ‘হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! বর্তমানে আমার কাছে একটি বকরীর শাবক রয়েছে, কিন্তু ওটা দু’টি বকরীর চেয়েও আমার কাছে অধিক প্রিয়। এ বকরীর শাবকটি কি আমার জন্য যথেষ্ট হবে?’ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তরে বললেন : ‘হ্যাঁ, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে

বটে, কিন্তু তোমার পরে ছয় মাসের বকরী শাবক অন্য কেহ কুরবানী করতে পারবেনা।’

ইমাম আবু জাফর ইব্ন জারীর (রহঃ) বলেন : তার কথাই যথার্থ যে বলে যে, এর অর্থ হল নিজের সকল সালাত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য আদায় কর, তিনি ছাড়া অন্য কারও জন্য আদায় করনা। তাঁর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর যিনি তোমাকে এরকম বুয়র্গী ও নি‘আমাত দান করেছেন যে রকম বুয়র্গী ও নি‘আমাত অন্য কেহকেও দান করেননি। এটা একমাত্র তোমার জন্যই নির্ধারিত করেছেন। এই উক্তিটি খুবই উত্তম। মুহাম্মাদ ইব্ন কা‘ব আল কারায়ী (রহঃ) এবং ‘আতা (রহঃ) একই কথা বলেছেন।

রাসূলের (সাঃ) প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারী নির্বংশ

আল্লাহ তা‘আলা সূরার শেষ আয়াতে বলেন : **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** (হে মুহাম্মাদ!) নিশ্চয়ই তোমার প্রতি বিদ্বেষ পোষনকারীই তো নির্বংশ। অর্থাৎ যারা তোমার সাথে শত্রুতা করে তারাই অপমানিত, লাঞ্চিত, তাদেরই লেজ কাটা এবং তাদেরকেই কেহ মনে রাখবেনা।

ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ) কাতাদাহ (রহঃ) প্রমুখ বলেন যে, এই আয়াত আ‘স ইব্ন ওয়ায়েল সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৬, ৬৫৭) এই দুর্বৃত্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আলোচনা শুনলেই বলত : ‘ওর কথা রাখ, ওর কোন পুত্র সন্তান নেই। মৃত্যুর পরই তার নাম নিশানা মুছে যাবে। (নাউয়িবল্লাহ)। আল্লাহ তা‘আলা তখন এ সূরা অবতীর্ণ করেন।

শামীর ইব্ন আতিয়াহ (রহঃ) বলেন যে, উকবা ইব্ন আবী মুঈত সম্পর্কে এ আয়াত অবতীর্ণ হয়। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এবং ইকরিমাহ (রহঃ) বলেন যে, কা‘ব ইব্ন আশরাফ এবং কুরাইশদের একটি দল সম্পর্কে এ সূরা অবতীর্ণ হয়। (তাবারী ২৪/৬৫৭)

মুসনাদ বায্যারে ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, কা‘ব ইব্ন আশরাফ যখন মাক্কায় আসে তখন কুরাইশরা তাকে বলে : ‘আপনি তো তাদের সর্দার, আপনি কি ঐ ছোকরাকে (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে) দেখতে পাননা? সে তার সম্প্রদায় থেকে পৃথক হয়ে আছে,

এতদসত্ত্বেও নিজেকে সবচেয়ে ভাল ও শ্রেষ্ঠ মনে করছে? অথচ আমরা হাজ্জ পালনকারীদের দেখাশোনাকারী, কা'বাগৃহের তত্ত্বাবধায়ক এবং যমযম কূপের পানি সরবরাহকারী।' দুর্বৃত্ত কা'ব তখন বলল : 'নিঃসন্দেহে তোমরা তার চেয়ে উত্তম।' আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।' এ হাদীসের সনদ সহীহ বা বিশ্বস্ত।

‘আতা (রহঃ) বলেন যে, এ আয়াত আবু লাহাব সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানের ইত্তিকালের পর এ দুর্ভাগা দুর্বৃত্ত মুশরিকদেরকে বলতে লাগল ‘আজ রাতে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বংশধারা বিলোপ করা হয়েছে।’ আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন।

সুদী (রহঃ) বলেন যে, যখন কারও পুত্র-সন্তান মারা যায় তখন তাকে ‘আবতার’ বলা হয়ে থাকে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তানদের ইত্তিকালের পর শত্রুতার কারণে তারা তাঁকে ‘আবতার’ বলছিল। আল্লাহ তা'আলা তখন এ আয়াত অবতীর্ণ করেন। মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সম্পর্কেও ধারণা করেছিল যে, সন্তান বেঁচে থাকলে তাঁর আলোচনা জাগরুক থাকত। এখন আর সেটা সম্ভব নয়। অথচ তারা জানেনা যে, পৃথিবী টিকে থাকা অবধি আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম টিকিয়ে রাখবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের শারীয়াত চিরকাল চলমান থাকবে। কিয়ামাত ও বিচার দিবস পর্যন্ত তাঁর নাম আকাশতলে উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান থাকবে। জলে স্থলে সর্বদা তাঁর নাম আলোকিত হতে থাকবে। আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাত পর্যন্ত আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর আল ও আসহাবের প্রতি দুরূদ ও সালাম সর্বাধিক পরিমাণে প্রেরণ করুন! আমীন!

সূরা কাওছার এর তাফসীর সমাপ্ত।